ব্রিটিশ গৃহযুদ্ধ ও তার ব্যখ্যা:

ইংল্যান্ডের রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে ১৬৪২-১৬৫১ যে রক্তক্ষয়ী ক্ষমতার সংঘর্ষ আমরা দেখতে পাই তাই ইতিহাসে ব্রিটিশ গৃহযুদ্ধ নামে খ্যাত হয়ে আছে। ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টের সাথে রাজার বিরোধ শুরু হয় প্রথম চার্লসের সিংহাসন আরোহণ অর্থাৎ ১৬২৫ সাল সময় থেকেই।এই গৃহযুদ্ধের মাধ্যমেই একাধারে রাজতন্ত্র পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণে আসতে শুরু করে, তেমনি এই প্রথম আমরা দেখতে পাই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে।

রাজা প্রথম চার্লস ১৬২৫ সালে বিবাহ করেন ফ্রান্সের রাজকন্যা ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী হেনরিয়েটা মারিয়াকে। প্রতিবাদী ধর্মমতে বিশ্বাসী ইংল্যান্ড তা ঠিক মেনে নিতে পারে নি। অলিভার ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে পার্লামেন্ট রাজা চার্লসের কাছে পিটিশন অফ রাইট পেশ করলে রাজা তা গ্রহণ করার বদলে ১৬২৯ পার্লামেন্টই বন্ধ করে দেন। ১৬২৯ থেকে ১৬৪০ এই সময় পর্বে তিনি পার্লামেন্টের সভা না ডেকেই শাসন পরিচালনা করেন, যা 'একাদশ বৎসরের স্বৈরাচার' নামে পরিচিত।এই সময় স্কটল্যান্ডের বিদ্রোহ দমনের জন্য রাজার আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। কিছুটা বাধ্য হয়েই তিনি ফেব্রুয়ারি ১৬৪০ সালে পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করেন। কিন্তু রাজার সাথে এই পার্লামেন্টের সদস্যদেরও মতপার্থক্য দেখা দেয়। ফলে তিনি মাত্র তিন সপ্তাহের পরই এই পার্লামেন্টের সভা মুলতবী করে দেন। ইতিহাসে এই পার্লামেন্টই 'সর্ট পার্লামেন্ট' নামে খ্যাত হয়ে আছে।

কিন্তু পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়েই নভেম্বর ১৬৪০ সালে তিনি আবার পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করেন। এই পার্লামেন্টই ইতিহাসে লং পার্লামেন্ট নামে পরিচিত। কিন্তু রাজা পার্লামেন্টের সাথে নিজের বিরোধ মিটিয়ে নিতে পারেন নি। ঘটনাপ্রবাহে হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে রাজা পরাজিত হন ও বিচারে প্রথম চার্লসের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ৩০ শে জানুয়ারি ১৬৪৯ সালে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

এই গৃহযুদ্ধের চরিত্রের প্রশ্নটি তবে সময়ের সাথে সাথে পালটেছে। বিংশ শতকের প্রাথমিক পর্যায়ে সে সময় হুইগ ঐতিহাসিকেরা একে পিউরিটান বিপ্লব বলেছেন। এই গোষ্ঠীভুক্ত ঐতিহাসিকদের মধ্যে অন্যতম হলেন Samuel R. Hardiner। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ History of Great Civil War 1642-1649-এ দেখানোর চেষ্টা করেছেন কেমন ভাবে রাজতন্ত্র যেখানে স্বৈরাচারকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিল সাধারণ মানুষের কথা তাঁদের কাছে গুরুত্বই পায়নি। অন্যদিকে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এই গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকদের কাছে মানুষের আধিকার ও আশা আকাঙ্খার প্রতিভূ।

১৯৪০ এর পরবর্তীকালে মার্ক্সীয় ঐতিহাসিকেরা ব্রিটিশ গৃহযুদ্ধের চরিত্রের বিচার করেন শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব দিয়ে। যেমন H.J. Kaye তাঁর The British Marxist Historians: an introductory analysis গ্রন্থে মার্ক্সীয় ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গির মনোগ্রাহী আলোচনা তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন মার্ক্সীয় ঐতিহাসিকেরা একে চার্চ ও রাজার স্বৈরাচারীতার বিরুদ্ধে নতুন গড়ে ওঠা বুর্জোয়াদের আন্দোলন হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন। এই আন্দোলনের মূল নেতৃত্বস্থানীয়রা বেশিরভাগই ছিলেন অভিজাত ও নতুন অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত।

কিন্তু পরবর্তী সংশোধনবাদী ঐতিহাসিকেরা পূর্ববর্তী দুই মতের কোনটিকেই সম্পূর্ণ ভাবে মেনে নেন নি। পূর্ববর্তী দুই ব্যখ্যাকেই তাঁরা প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছেন। পার্লামেন্টকে হুইগ আলোচনায় যেভাবে মহিমান্বিত করতে গিয়ে যতখানি খোলা মনের করে দেখানো হয়েছে তাঁরা আদৌ কী ততখানি ছিলেন? কারণ প্রমাণ কিন্তু সাধারণ মানুষের কথা তাঁরা যে বেশি গুরুত্ব দেন নি সেদিকেই ইঙ্গিত করে। আবার মার্ক্সীয় আলোচনায় যে আভিজাতদের একটিশ্রেণী হিসেবে দেখানো হয়েছে তাঁরা আদৌ কোন একটি সংঘবদ্ধ শ্রেণী ছিলেন না।

কিছু অভিজাত যেখানে পার্লামেন্টের সাথে ছিলেন তেমনি আবার কিছু অভিজাত সমর্থন করেছিলেন রাজতন্ত্রকেই।

আমরা আমাদের এই আলোচনায় যেমন দেখলাম ব্রিটিশ গৃহযুদ্ধ বলতে কি বোঝায় তেমনি দেখলাম এর চরিত্র সম্পর্কে সময়ের সাথে সাথে ঐতিহাসিকদের বদলে যাওয়া দৃষ্টিভঙ্গি। তবে ব্রিটেনের ইতিহাসে যে সব ঘটনা ব্রিটেনকে তাঁর বর্তমান রূপে আকার দিয়েছে, গৃহযুদ্ধ তাদের মধ্যেই একটি তাতে সন্দেহ নেই।

শব্দ সংখ্যা : ৪৯৫